এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৮, সাপ্তাহিক ২৪ মে ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 24 May. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 8, Rs. 2

শিল্প-বাণিজ্য থেকে স্বাস্থ্য ও পর্যটন; মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ১৪ দফা উন্নয়ন প্রস্তাব, আশ্বাস প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উত্তরবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য প্রসার, পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে একটি বিস্তারিত স্মারকলিপি তুলে দিল ইস্টার্ন ইন্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ। ২০ মে বুধবার শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এই চিঠি প্রদান করা হয়।

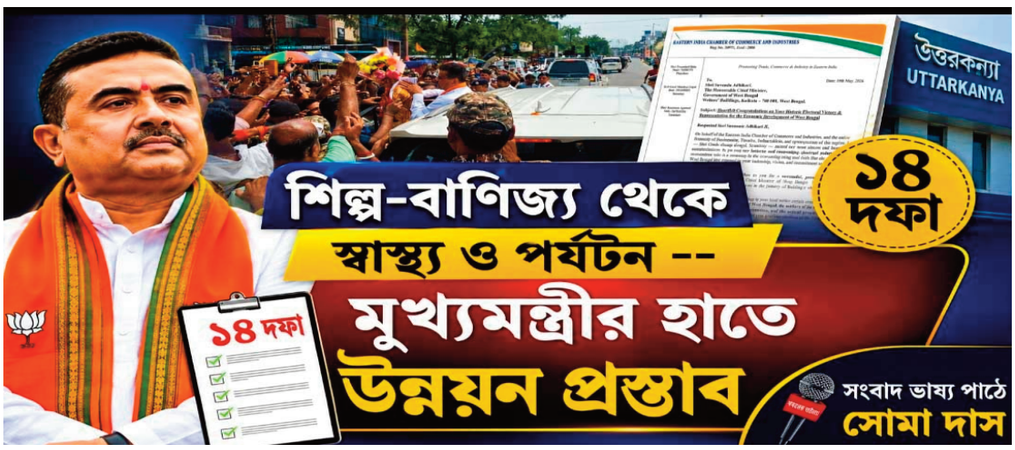

সংস্থার তরফে সম্পাদক গৌরিশঙ্কর গোয়েল খবরের ঘন্টাকে জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

চিঠিতে প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ঐতিহাসিক নির্বাচনী জয়ের জন্য অভিনন্দন জানানো হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই জয় বাংলার মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও নেতৃত্বের প্রতিফলন। একইসঙ্গে রাজ্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সফল নেতৃত্ব কামনা করা হয়।

এরপর রাজ্যের সার্বিক অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে ১৪ দফা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তুলে ধরা হয় ।সংগঠনের দাবি, রাজ্যে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক করিডোর গড়ে তোলা হলে পণ্য ও পরিষেবা পরিবহণ সহজ হবে এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। পাশাপাশি স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে রাস্তা, লজিস্টিক হাব, গুদাম ও যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

ব্যবসা সহজীকরণের ক্ষেত্রেও একাধিক সুপারিশ করা হয়েছে। ট্রেড লাইসেন্স, ব্যবসায়িক নথিপত্র ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল-উইন্ডো ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার আবেদন জানানো হয়েছে। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (ঋ(ঋক্ক)-এর জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ, ঋণ সুবিধা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিরও দাবি তোলা হয়েছে।

চিঠিতে শিল্প বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, কৃষি হাব গড়ে তোলা এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে তসিন্ডিকেট রাজদ ও অস্বচ্ছ প্রথা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের মতে, স্বচ্ছ ও পর্যটক-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুললে রাজ্যের পর্যটন শিল্প আরও বিকশিত হবে। একইসঙ্গে হোটেল ও আতিথেয়তা শিল্পের জন্য বিশেষ নীতিগত সহায়তা, সহজ লাইসেন্সিং ব্যবস্থা এবং উৎসাহমূলক পদক্ষেপেরও আবেদন করা হয়েছে।

সরকারি স্কুল, কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকীকরণের দাবিও চিঠিতে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম, পর্যাপ্ত ওষুধ, পরিচ্ছন্নতা এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের উপর জোর দেওয়া হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সরকারি হাসপাতালে পোস্টমর্টেম সংক্রান্ত অতিরিক্ত খরচ ও মৃতদেহ পরিবহণের সমস্যার কথা। সংগঠনের অভিযোগ, বহু পরিবার এই কারণে চরম আর্থিক ও মানসিক দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। বিষয়টি দ্রুত সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।

চিঠিতে সমাজবিরোধী, রাজনৈতিক দুষ্কৃতী ও দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিও জানানো হয়েছে। পাশাপাশি বেআইনি দোকান ও লাইসেন্সবিহীন ব্যবসা বন্ধে প্রশাসনিক অভিযান চালানোর আবেদন করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক উন্নয়নের স্বার্থে গুলমাকে সিকিম ও পাহাড়ি এলাকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের মতে, সেখানে পর্যাপ্ত জমি ও ভৌগোলিক সুবিধা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে বড় বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে শিল্প স্থাপনে জিএসটি বৈষম্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেশী অসম ও সিকিমে কেন্দ্রীয় কর ছাড়ের সুবিধা থাকায় উত্তরবঙ্গ শিল্প বিনিয়োগে পিছিয়ে পড়ছে বলে দাবি করা হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ আর্থিক সুবিধা আনার আবেদন জানানো হয়েছে।

সবশেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তারা সরকারের পাশে থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।

উত্তরকন্যায় উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক, উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র উত্তরকন্যায় বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক। বৈঠকে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বিভিন্ন সরকারি দফতরের শীর্ষ আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্তারা সরাসরি এবং ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের বৈঠকে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি, সরকারি পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছনোর অবস্থা এবং জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। উত্তরকন্যা সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন জনমুখী সরকারি প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন এবং উত্তরবঙ্গের সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ওপর। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'কৃষক বন্ধু' ও 'সবুজ সাথী'র মতো প্রকল্পগুলির সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও চা বাগান এলাকার উপভোক্তাদের কাছে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয় বৈঠকে। আসন্ন বর্ষার মরশুমকে সামনে রেখে বন্যা ও পাহাড়ি ধস মোকাবিলার প্রস্তুতিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেচ দফতর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকদের আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। চা বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও রাস্তার উন্নয়ন নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তাদের দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। এদিন কিছু সরকারি প্রকল্পের ধীরগতির কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, সাধারণ মানুষের স্বার্থে চলা প্রকল্পে কোনও রকম গাফিলতি বা দীর্ঘসূত্রিতা মেনে নেওয়া হবে না। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। উত্তরকন্যায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠককে কেন্দ্র করে সারাদিন জুড়ে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ছিল ব্যাপক তৎপরতা।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

শান্তি ও উন্নয়ন

শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়;এই সত্য আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। একটি সমাজ, একটি রাজ্য কিংবা একটি দেশের সার্বিক অগ্রগতির মূল ভিত্তি হলো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। যেখানে অশান্তি, হিংসা, বিভাজন ও অবিশ্বাস মাথাচাড়া দেয়, সেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, ব্যবসা কিংবা সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। তাই উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রথম শর্তই হলো সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক সহাবস্থান। আজকের সময়ে প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে। মানুষ চায় কর্মসংস্থান, উন্নত রাস্তা, ভালো হাসপাতাল, মানসম্মত শিক্ষা ও নিরাপদ জীবন। কিন্তু এই চাহিদাগুলো পূরণ করতে হলে প্রয়োজন স্থিতিশীল পরিবেশ। রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে, ধর্ম বা ভাষার বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক;কিন্তু তা যেন কখনও বিভেদের কারণ না হয়। মতের ভিন্নতা গণতন্ত্রের সৌন্দর্য, সংঘাতের কারণ নয়। উত্তরবঙ্গ সহ গোটা বাংলার উন্নয়নের জন্য এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা ও ইতিবাচক মানসিকতা। উন্নয়ন কেবল সরকারি প্রকল্পে সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও সচেতনতা। একটি পরিচ্ছন্ন শহর, শিক্ষিত সমাজ কিংবা মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। ইতিহাস সাক্ষী, যে সমাজে শান্তি বজায় থাকে, সেই সমাজেই শিল্প আসে, বিনিয়োগ বাড়ে, পর্যটন প্রসারিত হয় এবং নতুন প্রজন্ম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে অশান্ত পরিবেশ বিনিয়োগকারীদের দূরে সরিয়ে দেয়, কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দেয় এবং সাধারণ মানুষের জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যমে বিভ্রান্তি ও উত্তেজনা ছড়ানোর প্রবণতাও উদ্বেগজনক। তাই তথ্য যাচাই, সংযমী আচরণ এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব আজ অত্যন্ত জরুরি। সংবাদমাধ্যমেরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং শান্তি-সম্প্রীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার। আমাদের মনে রাখ তে হবে, উন্নয়ন মানে শুধু উঁচু দালান বা বড় রাস্তা নয়; উন্নয়ন মানে মানুষের মানসিক ও সামাজিক অগ্রগতি। যেখানে মানুষ নিরাপদে বাঁচবে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে, পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকবে;সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে উন্নত সমাজ।

শান্তি ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। তাই আসুন, হিংসা নয়;সম্প্রীতির পথ বেছে নিই; বিভাজন নয়;ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে দিই। কারণ আগামী দিনের সুন্দর বাংলা গড়ে উঠবে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্মিলিত উন্নয়নের ভিত্তির উপরেই।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

রক্ত সংকটে মানবিক উদ্যোগ, শিলিগুড়ি গার্লসের প্রাক্তনীদের ব্যতিক্রমী আয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃসমাজের প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল মানুষ অসুস্থ হলে ভরসা করেন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ওপর। কিন্তু অনেক সময় সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। সেই বাস্তব চিত্রকে সামনে রেখেই মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এল শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের 'আমরা প্রাক্তনী' গোষ্ঠী।

রবিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক রক্তদান শিবির।

রক্ত সংকটের সময়ে গরিব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় বলে জানান উদ্যোক্তারা।

'আমরা প্রাক্তনী'-র পক্ষ থেকে সমাজসেবী সুদেষ্ণা ভট্টাচার্য জানান, শুধু রক্তদান শিবিরই নয়, এদিন কৃতী ছাত্রছাত্রীদেরও সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সারা বছর ধরেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে এই প্রাক্তনী সংগঠন। রক্তের অভাব মেটাতে এই রক্তদান শিবির সেই ধারাবাহিক প্রয়াসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই মহৎ উদ্যোগে সামিল হন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তনী তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকাদের একাংশও। যাঁরা একসময় এই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং পরে শিক্ষকতা করে অবসর নিয়েছেন, তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন অনুষ্ঠানে।

প্রাক্তনী সংগঠনের সদস্যদের কথায়, তশিলিগুড়ি গার্লস শুধুই একটি স্কুল নয়, এটি আমাদের আবেগ ও গর্বের জায়গা।

শহরের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে বহু কৃতী ছাত্রী সমাজ ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।দ

তাঁরা আরও জানান, বর্তমানে যাঁরা শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে পাশ করে বের হচ্ছেন, তাঁদেরও 'আমরা প্রাক্তনী'-র সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

নতুন প্রজন্মকে সামাজিক ও মানবিক কাজে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার আবেদনও জানানো হয় অনুষ্ঠানে।

এদিনের অনুষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধাতালিকায় অষ্টম স্থান অধিকার করা কৃতী ছাত্রী শ্রেয়সী শীলকেও সংবর্ধনা জানানো হয়। যদিও অন্য একটি কাজে ব্যস্ত থাকায় তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি।

বিধান মার্কেটে ভাষা শহিদদের স্মরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য, বাংলা ভাষা রক্ষার দাবিতে সোচ্চার ভাষাপ্রেমীরা

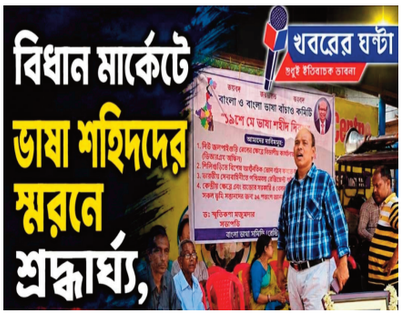

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ১৯শে মে ভাষা শহিদ দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট অটো স্ট্যান্ড এলাকায় অনুষ্ঠিত হল এক বিশেষ স্মরণসভা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন অনুষ্ঠান। বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ভাষা শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার দাবিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উঠে আসে।

এদিন শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন প্রবীণ বাংলা ভাষা অনুরাগী অনিল রায়। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ আবেগের পরিবেশ তৈরি করে। পাশাপাশি বিশিষ্ট বাংলা ভাষা অনুরাগী ও লেখক আশীষ ঘোষ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ও বাংলা ভাষা বাঁচাও কমিটির প্রচার সচিব মহেশ্বর বর্মন সহ আরও অনেকে ।

অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত পোস্টারে বাংলা ভাষা ও পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে একাধিক দাবি তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল; নিউ জলপাইগুড়ি রেলের ক্ষেত্রে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) অফিস গঠন, শিলিগুড়িতে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন তৈরির দাবি, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে পশ্চিমবঙ্গ রেজিমেন্ট গঠন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্রদের জন্য ৯৫ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি।

ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে বক্তারা বলেন, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা ও আগামী প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

সেবার মধ্য দিয়েই ৩০তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন, ব্যতিক্রমী উদ্যোগ কোচবিহারের শংকর ও পিংকি রায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কোচবিহারে ব্যতিক্রমী ভাবনায় নিজেদের ৩০তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপনের উদ্যোগ নিলেন বাইক অক্সিজেন ম্যান নামে পরিচিত সমাজসেবী শংকর রায় ও সমাজকর্মী পিংকি রায়। আনন্দ-আড়ম্বর বা বিলাসী অনুষ্ঠানের বদলে তাঁরা বেছে নিয়েছেন মানবসেবা ও সমাজকল্যাণের পথ। সাত দিনব্যাপী বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁরা পালন করছেন তাঁদের দাম্পত্য জীবনের এই বিশেষ মুহূর্ত।

রবিবার ছিল তাঁদের বিবাহবার্ষিকীর প্রথম দিন। এদিন সকালে কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকায় ৩০টি বৃক্ষরোপণ করেন শংকর ও পিংকি রায়। এরপর বিকেলে তাঁরা যান কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর

মদন মোহন মন্দিরে। । সেখানে মদনমোহন ঠাকুর ও মাতৃমূর্তির কাছে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁরা মন্দিরে আগত ৩০ জন পূণ্যার্থীর হাতে একটি করে ভাগবত গীতা ও পুজোর প্রসাদ তুলে দেন। শুধু তাই নয়, উপস্থিত প্রবীণ ও গুরুজনদের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদও নেন শংকর ও পিংকি। গীতা উপহার পেয়ে বহু মানুষ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

এর পাশাপাশি মন্দির চত্বরে থাকা প্রায় ৩০ জন অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের হাতে মিষ্টির প্যাকেট এবং আর্থিক সহায়তাও তুলে দেন এই দম্পতি। মানবিক এই উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষও।

শংকর ও পিংকি রায় জানিয়েছেন, তাঁরা পুরো সপ্তাহজুড়ে সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে তাঁদের ৩০তম বিবাহবার্ষিকী পালন করবেন। প্রতিদিন ৩০ জন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্য নিয়েই সাজানো হয়েছে তাঁদের বিশেষ কর্মসূচি।

সাতদিনের কর্মসূচি রবিবার ৩০ জন মানুষের হাতে গীতা উপহার,সোমবার ৩০ জনের হাতে সবুজ বৃক্ষ বিতরণ, মঙ্গলবার ৩০ জন পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন, বুধবার ৩০ জন মহিলাকে স্বনির্ভর করতে মুরগির ছানা বিতরণ,বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু প্রতিরোধে ৩০ জনের হাতে মশারি প্রদান ,শুক্রবার ৩০ জন শিশুর হাতে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেওয়া ,শনিবার ৩০টি প্রিয় পোষ্যের জন্য মাংস-ভাতের খাবারের ব্যবস্থা

সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির গড়ে শংকর ও পিংকি রায়ের এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই কোচবিহারে প্রশংসিত হয়েছে। তাঁদের এই ব্যতিক্রমী বিবাহবার্ষিকী উদযাপন সমাজের কাছে এক ইতিবাচক বার্তাও পৌঁছে দিচ্ছে।

এনজেপিতে উষ্ণ অভ্যর্থনা রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন বসুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন - রবিবার নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে পৌঁছান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকার রথীন বসু। তাঁর আগমনকে ঘিরে স্টেশন চত্বরে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার নেতা-কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। দলের পক্ষ থেকে স্পিকারকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন একাধিক পদাধিকারী ও কর্মীসমর্থক।

রথীন বসুর আগমনকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য এনজেপি স্টেশন এলাকায় রাজনৈতিক কর্মীদের ভিড় ও তৎপরতা বাড়তে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের পরিচিত মুখ রথীন বসুর এই সাফল্যে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

কোচবিহার জেলা থেকে নির্বাচিত হয়ে এবার তিনি বিধানসভায় পৌঁছেছেন। যদিও শিলিগুড়ির সঙ্গেও তাঁর দীর্ঘদিনের যোগাযোগ রয়েছে। অতীতে তিনি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন, যদিও সেই নির্বাচনে জয় পাননি। তবে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে গিয়ে এবার মানুষের সমর্থনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে পৌঁছেছেন তিনি।

উত্তরবঙ্গ থেকে এই প্রথম কোনও ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকারের দায়িত্ব পাওয়ায় বিষয়টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। বর্তমানে তিনি বিজেপির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন।

রাজনীতির পাশাপাশি রথীন বসু পেশায় একজন আইনজীবী। তাঁর এই নতুন দায়িত্বকে ঘিরে বিজেপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ ও গর্বের আবহ তৈরি হয়েছে।

পৃথক শিলিগুড়ি জেলার দাবিতে উত্তরকন্যায় স্মারকলিপি, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আনন্দময় বর্মনের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক কেন্দ্র উত্তরকন্যায় বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকে উঠে এল শিলিগুড়িকে পৃথক প্রশাসনিক জেলা হিসেবে ঘোষণার গুরুত্বপূর্ণ দাবি। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই দাবিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে এদিন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আনন্দময় বর্মন।

বৈঠকের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিধায়ক শিলিগুড়িকে স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণার পক্ষে একাধিক প্রশাসনিক ও বাস্তবভিত্তিক যুক্তি তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে শিলিগুড়ি মহকুমা দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত হলেও পাহাড় ও সমতলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জনজীবন এবং প্রশাসনিক চাহিদা একেবারেই আলাদা। ফলে সমতল এলাকার বিস্তৃত জনসংখ্যার স্বার্থে পৃথক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া অঞ্চল বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ কেন্দ্র হিসেবে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। লাগাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নগরায়ণের চাপ সামাল দিতে পৃথক জেলা গঠন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে দাবি করা হয়েছে। বিধায়ক আনন্দময় বর্মন তাঁর ডেপুটেশনে বলেন, পৃথক জেলা গঠিত হলে শহর ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে সরাসরি সরকারি বরাদ্দ পাওয়া সহজ হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য দূরবর্তী দপ্তরে যেতে হবে না, ফলে প্রশাসনিক কাজ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী স্মারকলিপিটি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং উপস্থিত প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন। শিলিগুড়ি মহকুমাকে পৃথক জেলা করার প্রশাসনিক, ভৌগোলিক ও আর্থিক দিকগুলি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনার কথাও বলা হয়েছে।

উত্তরকন্যার এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর থেকেই শিলিগুড়িকে পৃথক জেলা করার সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে নতুন করে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

অসুস্থতাকে জয় করে সাহিত্য সাধনায় দৃষ্টান্ত শিলিগুড়ির দাস পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীর এক শান্ত সাহিত্যিক পরিবেশে রবিবার এক অনন্য সাহিত্য আসরের সাক্ষী থাকলেন সাহিত্যপ্রেমীরা। দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করেও বিশিষ্ট কবি ও বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্য সাধক নির্মলেন্দু দাস, তাঁর স্ত্রী সঙ্গীত শিল্পী গোপা দাস এবং ১০১ বছর বয়সী কবি মুকুল দাস সাহিত্য-সংস্কৃতির সাধনা অব্যাহত রেখে এক বিরল উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে দাস পরিবারের পরিচালিত 'কাব্য নিকেতন'-এর উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সভা। অনুষ্ঠানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি স্মরণ করা হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে। একইসঙ্গে আসন্ন নজরুল জয়ন্তীকে সামনে রেখে কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর কবিতা, সঙ্গীত ও আবৃত্তির আবহে নির্মলেন্দুবাবুর সাহিত্যকক্ষ যেন এক সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। উপস্থিত সাহিত্যপ্রেমীরা স্বরচিত কবিতা পাঠের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা ও সৃজনশীল ভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও দ্বিজেন্দ্রগীতির পরিবেশনায় বিশেষভাবে মন জয় করেন সঙ্গীত শিল্পী গোপা দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ দীপ্তি মুখার্জি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি অলোক চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন ইসলামপুরের শিক্ষক ও লেখক সর্বাশীষ পাল।

সাহিত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে নিজের বক্তব্য রাখেন নির্মলেন্দু দাস। এদিন ১০১ বছর বয়সী কবি মুকুল দাসও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে রচিত নিজের কবিতা পাঠ করে সকলকে মুগ্ধ করেন। পাশাপাশি মুকুল দাসকে উৎসর্গ করে লেখা একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন কবি অলোক চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠে অংশ নেন অর্চনা মিত্র, চিত্রা ভৌমিক, কনিকা দাস, শিপ্রা পাল, সুনন্দা ভাদুড়ি, কৃষ্ণা দত্ত, শম্পা পাল, নারায়ণ সরকার, শ্রাবন্তী মিত্র, সুমনা চক্রবর্তী, সংঘমিত্রা চন্দ, মঞ্জু সরকার, পল্লবী পাল ও বঙ্কিম সরকার সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী সুদীপ চৌধুরী ও কৃষ্ণেন্দু দাস।

অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কুপনের মাধ্যমে লটারি আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রথম পুরস্কার পান চিত্রা ভৌমিক, দ্বিতীয় হন বঙ্কিম সরকার এবং তৃতীয় পুরস্কার অর্জন করেন সুদীপ চৌধুরী।

নির্মলেন্দু দাস জানান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চাই তাঁদের পরিবারের মানসিক শক্তি ও ভালো থাকার অন্যতম অবলম্বন।

স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মুদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 8

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)